ভোরের কাগজ

APR. 04 2002

ফরিদপুরে চাঞ্চল্যকর কলেজছাত্রী অপহরণ মামলা

প্রভাবশালীরা তৎপর : উল্টো দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা

অশোকেশ রায়, ফরিদপুর থেকে : ছাত্রদল নেতাদের হাতে অপহৃত কলেজ ছাত্রী রোমানা আফরোজ রূপার (১৫) পরিবারকে অপহরণ মামলা তুলে নিতে সরকারি দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এমনকি মামলার বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা পর্যন্ত চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নানাবিধ হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কাজ না হওয়ায় সম্প্রতি বাদীর দুই ছেলের (রোমানার দুই ভাই) বিরুদ্ধে মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। রোমানাকে উদ্ধারকারী ও অপহরণকারীদের গ্রেপ্তারকারী মামলার প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বদলিসহ মিথ্যা নারী নির্যাতন মামলা সম্পর্কে পুলিশ মুখ খুলছে না।

শহরের হাবেলী গোপালপুর এলাকার ব্যবসায়ী নুরুল ইসলামের কন্যা সরকারি ইয়াছিন কলেজের একাদশ (মানবিক) শ্রেণীর ছাত্রী রোমানা আফরোজ রূপাকে (১৫) একই এলাকার ছাত্রদল নেতা মনির বিশ্বাস (২২) ও তার দলবল গত ২৭ জানুয়ারি অপহরণ করে। কলেজে যাওয়ার পথে রোমানাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে প্রাইভেট কারে তুলে নিয়ে যায় মনির ও তার সহযোগীরা। ৫ দিন পর ২ ফেব্রুয়ারি কোতোয়ালি থানা পুলিশ রোমানাকে আলফাডাঙ্গা উপজেলার পাচুরিয়া গ্রাম থেকে উদ্ধার এবং অপহরণকারী মনির, প্রাইভেট কারের চালক মুরাদ, সহযোগী লিটন, মনিরের আত্মীয় ঐ বাড়ির মালিক মান্নান বিশ্বাস এবং জোর করে বিয়ে পড়ানো কাজী আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে ২৮ জানুয়ারি রোমানার পিতা নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান আইন-২০০০-এ একটি মামলা দায়ের করেছিলেন (মামলা নম্বর জি আর ৪৮/০২)। রোমানাকে উদ্ধারের পর পুলিশ তাকে তার পিতার কাছে এবং আসামিদের জেল হাজতে পাঠায়।

মনির গ্রেপ্তার হওয়ার পরই তার চাচা প্রভাবশালী বিএনপি নেতা জাফর বিশ্বাস, তার বড়ো ভাই সরকারি ইয়াছিন কলেজের সাবেক ভিপি এ্যাপোলোসহ প্রভাবশালীরা রোমানার পরিবারকে মামলা প্রত্যাহারে অব্যাহত চাপ ও হুমকি দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। রোমানার পরিবারের সমস্যরা অভিযোগ করেছে, ৮ মার্চ ছাত্রদল নেতা এ্যাপোলো ও তার চাচাতো ভাই তুহিন, নুরুল ইসলামের বাড়ি গিয়ে তাকে মামলা তুলে না নিলে তাদের পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুমকি দেয়। এ হুমকির পর ঐদিনই কোতোয়ালি থানায় জিডি করা হয়। এদিকে মামলার বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ওসমান গনিও নুরুল ইসলামের বাড়ি গিয়ে আসামিদের সঙ্গে আপোষ করতে চাপ দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উক্ত এসআই সম্প্রতি নুরুল ইসলামকে বলে এসেছেন, আসামিরা নুরুল ইসলামের দুই পুত্র ইমরান হাসান ও মেহেদী হাসান এবং ভাতিজা শহীদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন আইনে মামলা করেছে। আপোস না করা হলে উক্ত এসআই ছেলেদের বিরুদ্ধে এই মামলায় চার্জশিট প্রদান ও গ্রেপ্তারের হুমকি দেন বলে নুরুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন।

অন্যদিকে রোমানার দুলাভাই ব্যবসায়ী মোঃ মাইনুদ্দিন অভিযোগ করেছেন, তাকেও এসআই ওসমান গনি হুমকি এবং জোর করে থানায় ধরে আনতে গেলে অন্য ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপে তা পারেননি। তিনি জানান, ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় এসআই ওসমান গনি তার গোয়ালচামটস্থ বাসায় গিয়ে না পেয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যান। দারোগা তাকে, শ্বশুরকে বুঝিয়ে আপোস করতে বলেন। তিনি মাইনুদ্দিনকেও হুমকি দিয়ে বলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে। আপোস না করলে আপনার এবং নুরুল ইসলামের দুই পুত্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান এবং গ্রেপ্তার করা হবে। এক পর্যায়ে এসআই ওসমান গনি উত্তেজিত হয়ে মাইনুদ্দিনকে জোর করে তুলে থানায় নিয়ে আসতে গেলে অন্য ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপে তা পারেননি। ছেলেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও অব্যাহত হুমকিতে নুরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রোমানাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেছেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, রোমানাকে উদ্ধারের পর রহস্যজনকভাবে একের পর এক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বদলি করা হচ্ছে। রোমানাকে উদ্ধার ও মনিরকে গ্রেপ্তারকারী প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই প্রদীপকে প্রথমে বদলি করা হয়। এরপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বদলি হতে হয় দুই তদন্তকারী কর্মকর্তা রওশন আরা ও জুলফিকার আলীকে। বর্তমান তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ওসমান গনি মামলার চার্জশিট প্রদানের মেয়াদ ৬০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে নতুন করে ৬০ দিনের সময় চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু বাদী নুরুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে হুমকি ও চাপ প্রদানের অভিযোগ করে এবার নিজেই তদন্তকারী কর্মকর্তা বদলের আবেদন জানিয়েছেন।

নুরুল ইসলাম বলেছেন, 'গরিব হওয়ার কারণে প্রভাবশালী আসামি আর দারোগা মিলে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। বিচার চাইবার কারণেই আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।' তিনি প্রশ্ন করেন, মেয়েকে জোর করে অপহরণ করার বিচার চাওয়া কি আমার অপরাধ? আমি কি বিচার পাবো না?

মনিরের চাচাতো ভাই তুহিন নুরুল ইসলামকে হুমকি দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেছে, 'তিনি আমার চাচার মতো, তাকে আমি সম্মান করি।' মনির রোমানাকে তুলে নিয়ে অপরাধ করেছে বলে স্বীকার করে সে। সে নুরুল ইসলামের ছেলেরা খুবই ভালো বলে মন্তব্য করে তাদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলার বিষয়ে জানে না বলে জানায়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ওসমান গনি মামলা প্রত্যাহার বা আপোস করতে চাপ বা হুমকি প্রদানের কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, রোমানা ১৬১ ও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে মনিরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। মনির তাকে অপহরণ করেনি। এসআই ওসমান গনি আরো বলেন, আমি প্রথমে তদন্তকারী কর্মকর্তা থাকলে রোমানাকে মনিরের ঘর করতে হতো এবং মিথ্যা মামলা করার জন্য রোমানার বাবাকে জেলে যেতে হতো। তিনি অবশ্য ১৬১ ও ১৬৪ ধারায় রোমানার স্বীকারোক্তির কাগজপত্র দেখাতে এবং নুরুল ইসলামের ছেলেদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ শাহিদুজ্জামান মামলার ব্যাপারে একটি আপোসের কথা হচ্ছে এমন শুনেছেন বলে জানান। হুমকি, ভীতি প্রদান সম্পর্কে কোনো কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, মামলার চার্জশিট প্রদানে তদন্তকারী কর্মকর্তা দুমাস সময় চেয়েছেন। এর মধ্যেই চার্জশিট প্রদান করা হবে। নুরুল ইসলামের ছেলেদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলা সম্পর্কে তিনি তদন্তের স্বার্থে কোনো তথ্য দিতে অস্বীকার করেন।